শামের মুজাহিদীনদের প্রতি শাইখ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনীর (আল্লাহ তাঁকে মুক্ত করুন) বার্তা

অনুবাদ করেছেন:

উস্তায আবু ইয়াহইয়া (দাঃ বাঃ)

পরিবেশনায়:

বালাকোট মিডিয়া

رسالة لأهل الجهاد بالشام

শামের মুজাহিদীনদের প্রতি শাইখ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনীর (উমর বিন মাহমুদ আবু উমর) (আল্লাহ তাঁকে মুক্ত করুন) বার্তা

অনুবাদ করেছেন:

উস্তায আবু ইয়াহইয়া (দাঃ বাঃ)

পরিবেশনায়:

বালাকোট মিডিয়া

অনুবাদকের কথা

শাইখ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তীনী। জিহাদের পথের পথিক প্রতিটি মুমিনের কাছে একটি পরিচিত নাম। তিনি একজন মুজাহিদ আলেমে দ্বীন। উম্মাহ্‌র রাহবার। যার নতুন করে পরিচয় দেবার মতো কিছুই নেই। জালিমের বন্দীখানায় আবদ্ধ থেকে যিনি আজ নিজ ঈমানের পরিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। এই রিসালাহটি কারাগার থেকে শামের মুজাহিদীনদের প্রতি পাঠানো তার একটি বার্তা। তিনি শামের জিহাদী কাফেলাগুলোর ঐক্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে এটি লিখেছেন। তথাপি এতে রয়েছে সারা বিশ্বে জিহাদের পথে অগ্রসরমান প্রতিটি কাফেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক দিক-নির্দেশনা। যেমন:

- প্রতিটি ভূখন্ডের সকল জিহাদী কাফেলাগুলোকে সব ধরনের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তাওহীদ ও জিহাদের আলোকে এক ঝান্ডাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া শত্রুর সামনে সীসাঢালা প্রাচীর হয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব।
- জিহাদী কাফেলাগুলোর মাঝে বিভক্তি থাকার কারণে পূর্ববর্তী একাধিক ভূমিতে মুজাহিদীনদের শক্তি খর্ব হয়েছে, বিজয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছার পরও পিছু হটতে হয়েছে। যা কাফেরদের অন্তরকে করেছে আনন্দিত, মুমিনদের হৃদয়কে করেছে ক্ষত-বিক্ষত।
- মতানৈক্য যদি শুরুতেই মিটিয়ে ফেলা না যায়, তাহলে মাঝপথে তা আরো বেড়ে যায়। যা নিয়ন্ত্রণ করা হয় কষ্ট সাধ্য।
- মতানৈক্য বা বিভক্তিকে যারা ছোট করে দেখেন, সহজ মনে করেন, তারা অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। বিভক্তির ফলে পূর্ববর্তী বিভিন্ন স্থানে মুজাহিদরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তা তাদের জানা নেই।
- জিহাদের পথে ভুল, অন্যক্ষেত্রে ভুলের মতো নয়। এ পথে ভুলের পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ।

- মুজাহিদীনরা নিজেদের মধ্যকার মতভেদ মিটিয়ে ফেলার জন্য আহলে হক্ উলামা ও দূরদৃষ্টিসমপন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তিদেরকে নিয়ে একটি শরয়ী বোর্ড গঠন করবেন। যদি শরয়ী বোর্ড মুজাহিদীনদেরকে বিভক্ত থাকার ফায়সালা প্রদান করে, তাহলে মুজাহিদীনদের উপর আবশ্যক হলো, তাদের ফায়সালা না মানা। কেননা মুজাহি্দীনগণ বিভক্ত থাকবেন, শরীয়ত এটা কোন ভাবেই বৈধ বলে না।
- জিহাদী কাফেলাগুলোর মাঝে বিভক্তি ও অনৈক্যের শুধুমাত্র একটিই কারণ হতে পারে, তা হলো, কোন কোন কাফেলার দায়িত্বশীলদের নেতৃত্বের প্রতি ভালোবাসা ও মতামতের ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতা।
- দায়িত্বশীল ভাইগণ তাদের মাঝে মতানৈক্য দূর করতে যত দেরী করবেন তাদের গুনাহ তত বৃদ্ধি পাবে। বিভক্তির ফলে সাধারণ ভাইদের অন্তরে ও কার্যক্ষেত্রে যত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তার পাপ থেকে দায়িত্বশীল ভাইগণ মুক্তি পাবেন না।

বার্তটি পাঠ করার পর উপরোক্ত দিক-নির্দেশনাগুলো আমার হৃদয়ে দাগ কেটেছে। মনে হয়েছে চলমান প্রতিটি কাফেলার ক্ষেত্রেই এগুলো প্রযোজ্য। নিজেদের ব্যক্তিগত মতামতকে কুরবানী দিয়ে হলেও অনৈক্যের স্লোগান ছেড়ে দিয়ে মুজাহিদীনরা যদি পরস্পর ঐক্যের হাত বাড়িয়ে দেন, হাতে হাত রেখে এগিয়ে যান সম্মুখ পানে, তাহলেই আমি-আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করবো। এই প্রতিক্ষায়.....!!!! হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আপনি মুজাহিদীনদের মধ্যে অনৈক্যের রাতকে সংকুচিত করুন। ঐক্যের সূর্যোদয় ঘটান।

নিবেদন

আবু ইয়াহইয়া

শামের মুজাহিদীনদের প্রতি বার্তা

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আর আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর ও তাঁর সকল সাথীগণের উপর।

হাম্দ ও সালাতের পর:

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, এই বার্তাটি যেন সিরিয়ান মুজাহিদীন ভাইদের হাতে এমতাবস্থায় পৌঁছে যে, আল্লাহর দ্বীনের বিজয় সাধনের ক্ষেত্রে তারা থাকে সর্বোত্তম অবস্থায়, সবচেয়ে সঠিক পথে। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আরো প্রার্থনা করি, তারা যাতে চিন্তাধারা ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উন্নত পন্থা গ্রহণ করেন। আমরা চাই, তারা যেন আমাদের জানা পৃথিবীর সকল কল্যাণ লাভ করেন। তাওফীক, কল্যাণ ও সঠিকতার সর্বাধিক হক্দার তো তারাই।

জিহাদের পথে যে অবস্থা বর্তমানে তারা অতিক্রম করছেন তা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও বিপদজনক একটি পর্যায়। তাদের জেনে রাখা উচিৎ পুরো উম্মাহ এই জিহাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা আশা করছে, এই জিহাদের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে আহলে হক্ উলামা ও মুজাহিদগণের চেষ্টার ফলাফল, যা তারা ব্যয় করেছিলেন ইসলামের ইজ্জত ও বিজয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। আল্লাহ তাআলার দ্বীনের পথের প্রতিটি পথিকই জানে, বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত উম্মাহর সকল জিহাদের সমন্বিত ফলাফল হলো এই জিহাদ। যা সংঘটিত হচ্ছে এক বরকতময় ভূমিতে। বাইতুল মুকাদ্দাসের অতি সন্নিকটে। যে ভূমির ব্যাপারে অদৃশ্য বিষয়ে অবগত সত্তার পক্ষ থেকে রয়েছে নানা প্রতিশ্রুতি। যার মাধ্যমে ঈমানদারগণ সুসংবাদ গ্রহণ করে থাকেন। এবং তারা প্রতিক্ষা করছেন সেগুলো যাতে বাস্তব রূপ নেয়, যা অপেক্ষা করছে নির্দিষ্ট সময় ও ব্যক্তির।

এই জিহাদের মূল্য অনেক বেশী। কেননা তা এমনি এমনি বাস্তব রূপ লাভ করেনি। বরং তার জন্য ঝরাতে হয়েছে অনেক প্রাণ, বয়ে গেছে প্রচুর রক্ত, ব্যয় হয়েছে শত চেষ্টা ও ফিকির। আল্লাহর পথের মুজাহিদগণ যা পেশ করেছিলেন পূর্বে সংঘটিত জিহাদের অন্যান্য ভূমিতে। আফগান থেকে নিয়ে শীশান ও ইয়ামান পর্যন্ত। এ ছাড়াও ইরাকের মতো অন্যান্য ভূখন্ড গুলোতেও। শেষ পর্যন্ত জিহাদ পৌঁছেছে তার নিজ অবস্থান, সর্বশেষ দারুল ইসলাম বিলাদুশ শামে। যে উপরোক্ত বিষয়টি জানে, সে এ জিহাদকে গুরুত্ব ও মূল্যের দিক থেকে সর্বোত্তম পদ্ধতিতেই গ্রহণ করবে। বিশেষ করে আল্লাহ তাআলা যার অন্তরকে হিদায়াতের নূর দ্বারা আলোকিত করেছেন অবশ্যই সে জানে, এই জিহাদ নিঃশেষ হবার জন্য শুরু হয়নি। বরং সেটি আরো শক্তিশালী হবে। তার চলার পথে আরো গতি পাবে। অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় ইনশাআল্লাহ বাইতুল মুকাদ্দাসের বিজয় সম্পূর্ণ হবে। পুনরায় বিজয়ী বেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে।

হে শামে অবস্থিত আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাইগণ!

অনেকের হৃদয়ে রয়েছে তোমাদের প্রতি ভালোবাসা। রয়েছে তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া। তিনি যেন তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তোমাদেরকে পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করেন। আর এ অধম তো তার পুরো যিন্দিগি কাটিয়ে দিয়েছে শুধু এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠার জন্যই যা আজ তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন তাতে বরকত দান করেন; কল্যাণ, জিহাদ ও বিপদে তাঁর প্রতি ঈমান শক্তিশালী করেন। হৃদয়ের অবস্থাতো এই, সুতরাং উক্ত ভালোবাসা ও দোয়ার দাবি হলো, ভাইদেরকে নসীহা প্রদান করা। যে নসীহাকে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর ফরজ করেছেন যাতে তারা ঐ ব্যক্তিকে নসীহা প্রদান করে, যাকে তারা ভালোবাসে, যার কল্যাণ তারা কামনা করে। তোমরা তো রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী জানো, “দ্বীন হলো নসীহা”। যখন বিষয়টি এমনই তখন তোমাদের উপর আবশ্যক হলো, তোমরা তা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে, গভীর ভাবে চিন্তা করবে। সাবধান! সাবধান! কখনোই সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে না, প্রবঞ্চনার শিকার হবে না। যদিও তা

তোমাদের পছন্দ ও প্রবৃত্তির বিপরীত হয়। কেননা প্রকৃত বন্ধুতো সে, যে তোমাকে সত্য উপদেশ প্রদান করে। সে নয়, যে তোমার তোষামোদি করে এবং বাতিল বস্তু দিয়ে তোমাকে ধোঁকা প্রদান করে।

তোমরা পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে জানতে পেরেছো যে, ইতিপূর্বে অনেকেই বিজয় ও ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে একটি উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছিল। অতঃপর অনেকগুলো ভুল ও গোনাহের কারণে যা হবার হয়ে গেছে। শক্তি চলে গেছে, দুর্বলতা পেয়ে বসেছে, বক্রতা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং যে অতীত থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে না, সে ধ্বংস ও বিনাশের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে । আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন।

হে প্রিয় ভাইয়েরা!

তোমাদের পক্ষ থেকে বিশ্ব মুসলমানদের নিকট অনেক কল্যাণের সংবাদ পৌঁছেছে। ফলে মানুষের ভালোবাসা রয়েছে তোমাদের সাথে। অন্যদের তুলনায় তারা তোমাদের প্রতিই বেশী আগ্রহী। তোমাদের জিহাদী সফল অপারেশনের সংবাদসমূহ প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়কে আনন্দিত করে, যারা এ দ্বীনের ব্যাপারে কল্যাণকামী। এর দৃষ্টান্ত হয়তো তোমরা দেখতে পাচ্ছো, (বিভিন্ন দেশ থেকে) মুসলমানগণ তোমাদের কাছে হিজরত করে আসছে। শুধু এই আকাঙ্ক্ষায় যাতে তারা এই বরকতময় জিহাদের সওয়াব অর্জন করতে পারে। যদিও এই বিষয়টি পূর্ববর্তী ময়দানগুলোতেও বিদ্যমান ছিল তবে তা তোমাদের ক্ষেত্রে ঘটছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে, অনেক শক্তি ও প্রতিপত্তির সাথে। আর এ বিষয়টি প্রমাণ বহন করে যে, এটি কোন ইলাহী নির্দেশনা - যা এক মহা কল্যাণের সুসংবাদ বহন করছে। অর্থাৎ সেই ইলাহী প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নের ব্যাপারে, আমাদের রব আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আমরা যার আশা রাখি।

তবে তোমাদের প্রতি ভালোবাসা রাখে এমন প্রত্যেকেই আজ শংকিত, তোমাদের থেকে না আবার এমন কিছু ঘটে যায়, যা এই সকল সফলতাকে নস্যাৎ করে দেয়। বিশেষতঃ তোমাদের বিভক্তি ও

মতভেদের গোনাহের কারণে। এই বিভক্তির ফলে তোমাদের পক্ষ থেকে যে সংবাদগুলো আসছে তা তোমাদের প্রত্যেক শুভাকাঙ্ক্ষীকে আতংকিত ও শংকাগ্রস্ত করে তুলছে।

বিশেষ করে তাদেরকে, যারা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে যে, অন্যান্য ভূখন্ডগুলোতে এই বিভক্তির ফল কি দাঁড়িয়েছিল। পূর্ববর্তী জিহাদসমূহে এর কি প্রভাব পড়েছিল।

প্রত্যেক বারই কিছু ব্যক্তি এই বিভক্তিকে ছোট করে দেখেছিল। পরবর্তীতে ফলাফল হয়েছে যন্ত্রণা দায়ক। যা শত্রুদেরকে করেছে আনন্দিত। দ্বীন ও জিহাদ প্রেমিকদের অন্তরকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত। সেই বিভক্তির রীতি পুনরায় আজ চালু হয়েছে। আর এই ব্যক্তির (শাইখের নিজের) হৃদয়ে জমে আছে অনেক কথা, যা সে তার ভাইদেরকে বলতে আগ্রহী। তবে ভাইরা যেন তাকে খোলা-খুলি সহজ কিছু শব্দে কথাগুলো বলার অনুমতি প্রদান করেন:

তোমরা মনে রাখবে, শামে পরিচালিত তোমাদের জিহাদ, এটা উম্মাহর একটি সম্পদ। তোমাদের ব্যক্তিগত কিছু নয়। তোমরা এর দ্বারা সম্মানিত হয়েছো ঠিক, তবে এর অর্থ এই নয় যে এটা শুধু তোমাদেরই, অন্যদের নয়। বরং কতক ব্যক্তি যে অপারগতার কারণে এর থেকে দূরে রয়েছে তারাই এর বেশী হক্‌দার। কেননা এ জিহাদ তো তোমরা এই মুহূর্তে তোমাদের সামনে যা দেখছো শুধু তা নয়। বরং এটি তো ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত দীর্ঘ এক প্রচেষ্টার ফসল যা ব্যয় করে আসছেন উলামা ও মুজাহিদগণ। শেষ পর্যন্ত তা তোমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।

সুতরাং তোমাদের ওপর ওয়াজিব হলো - আমি পূর্ণ ভালোবাসার সাথে পুনরায় বলছি - তোমাদের ওপর ওয়াজিব হলো, তোমরা সেই উলামা ও মুজাহিদগণের কথা শুনবে। তোমরা নিজেদেরকে অন্যের বপনকৃত বীজের ফসল মনে করবে। তাদের মর্যাদাতো তোমাদের উপরে। আর যদি এমনটি না করো তাহলে মনে রেখ, তোমাদের পূর্বেও অনেকেই কিছু বিজয় ও কর্তৃত্ব লাভের কারণে প্রবঞ্চনার শিকার হয়েছিল। অতঃপর তাদের শক্তি খর্ব হয়েছে, কর্তৃত্ব চলে গেছে। এমনকি মাঝ পথে লড়াই করে একে অপরকে ধ্বংস করেছে। এটি ঘটেছিল শুধু নেতৃত্বের প্রতি ভালোবাসা থাকার কারণে। আর এই ভালোবাসাকে তারা গোপন করেছিল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে নানা

কথা ও মিথ্যা দাবি দ্বারা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জানেন, এগুলো হলো বক্রতাকে ঢাকার পর্দা, যার কোন বাস্তবতা নেই।

দুঃখজনক হলো সেই হুবহু একই বিষয় পুনরায় দেখা যাচ্ছে সম্প্রতি প্রকাশিত কিছু লেখার মধ্যে। যা অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণদের কাছে গোপন নেই। "শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় পরিণাম দেখে" - যদি এই মূলনীতিটি প্রয়োগ করা হয় তাহলে প্রত্যেক সুবিচারকারীই বুঝতে পারবে, কিছু এমন বিবৃতি ও লেখা প্রকাশ পেয়েছে যা অজ্ঞতার ফসল ও নেতৃত্বের লোভের বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে। কেননা এগুলো তো শুধু বিভক্তি, দুর্বলতা ও মতভেদই সৃষ্টি করবে।

জেনে রেখ, যদি শুরুতেই মতভেদ মিটিয়ে ফেলা না যায় তাহলে পথিমধ্যে তা আরো শক্তিশালী হয়। আর মতভেদ মিটিয়ে ফেলতে ভাইরা যতদিন দেরী করবে ততই তাদের গুনাহ বৃদ্ধি পাবে। এই মতানৈক্যের উপর ভিত্তি করে অন্তরে ও কার্যক্ষেত্রে যত বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হবে তার গুনাহ পতিত হবে দায়িত্বশীলদের ঘাড়ে। বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে যত রক্ত প্রবাহিত হবে, তা হবে শুধু আজকের এই মতানৈক্যের ফল স্বরূপ।

কিছু ব্যক্তির কথা শুনে আমিতো চরম আশ্চর্যবোধ করি, তারা বলে: "মতভেদ তো খুবই সাধারণ বিষয়"। এমন উক্তি শুধু সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে পূর্বের বিভিন্ন ভূমিতে মুজাহিদদের মতভেদের পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ। এই ঘটনাগুলো আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতে ভীত প্রত্যেক সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জন্য এই পথ দেখায় যে, সে যত দ্রুত সম্ভব তা দূর করার চেষ্টা করবে, যদিও নিজের পূর্ণ অথবা কিছু হক্ ছেড়ে দেবার প্রয়োজন হয়। যেমনটি করেছিলেন হাসান বিন আলী (রাঃ)। আর এ কারণে (পূর্বেই) তার নানা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসা করেছিলেন।

আমি দায়িত্বশীল ও অন্যান্য মুজাহিদ ভাইদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি তারা যেন, ঐ সমস্ত ফতোয়া শ্রবণ করা থেকে সতর্ক থাকে যা কেউ কেউ দূরে বসে প্রকাশ করছে। যা লিখছে ইলমের প্রাথমিক ছাত্ররা অথবা এমন কেউ যারা ছাত্রও নয় বরং ছাত্র নাম ধারণ করেছে। যারা শরয়ী

ফতোয়ার আলোকে কোন এক দলকে অপর দলের আনুগত্য করাকে আবশ্যক বলছে। যেন এ বিষয়টি এ ধরনের শিশুসুলভ সমীকরণের মাধ্যমে মিটে যাবে। অথচ মতভেদ নিরসনের পথ হলো মীমাংসা, আর এটাই হলো উপযুক্ত পথ। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "মীমাংসাই উত্তম"। (সূরা নিসা: ১২৮) অথবা উভয়ের মাঝে বিচারক ও ফায়সালাকারী নির্ধারণের মাধ্যমে।

যে সকল ব্যক্তি ফোরামে ও বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের ফতোয়া লিখছে তারা এখনো পূর্ণ শৈশবে রয়ে গেছে। (ফতোয়া লিখে) সাহায্য করার মাধ্যমে এরা একগুঁয়েমী করে নিজেদের অবস্থান আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলছে। মতানৈক্য দূরীকরণ, মীমাংসা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা এসব উদ্দ্যেশ্যের দিকে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এর ফলে অচিরেই আরো দলের জন্ম নেবে এবং নতুন নতুন নেতা তৈরী হবে। এ ধরনের জাহিলী ফতোয়া দ্রুতই ভাইদেরকে পরস্পর লড়াইয়ের দিকে ধাবিত করবে।

বিষয়টি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যা পূর্ব থেকেই জ্ঞাত আছেন। কেননা তুমি এমন জাহেল পাবে যারা এ ধরনের অভিনব ফতোয়ার মাধ্যমে অপর দলকে পূর্ণ বাতিল বলে গণ্য করছে।

আমি এখন ভাইদেরকে সংক্ষেপে যে নসীহত করছি তা হলো, তারা যেন নির্বাচিত একটি শরয়ী বোর্ড গঠন করে নেয়। যাতে থাকবেন সহীহ ইলমের অধিকারী আলেমগণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ। তাদেরকে ভাইরা পূর্ণ ক্ষমতা দান করবেন তারা যাতে এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা সকলকে আবশ্যকীয় ভাবে মানতে হবে। যার মাধ্যমে ঐক্য, একতা ও সমঝোতা তৈরী হবে। তাদের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তবে তারা যদি এই সিদ্ধান্ত দেয় যে, মুজাহিদদের মাঝে এই বিভক্তি টিকে থাকতে পারে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এই বিভক্ত থাকার কোনই শরয়ী ভিত্তি নেই। এই বিভক্ত থাকার শুধুমাত্র একটিই ব্যাখ্যা হতে পারে, তা হচ্ছে নেতৃত্বের প্রতি ভালোবাসা ও চিন্তার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি। অনেকে বিষয়টিকে যতই মিথ্যা ও প্রতারণার চাদর দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করুক না কেন (এর একমাত্র কারণ এটাই)। ভাইদের থেকে এতদিন পর্যন্ত যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে শুধুমাত্র এটাই বুঝে আসে, অন্য কোন কিছু নয়।

অপারগ হয়ে এত স্পষ্ট ও কঠিন ভাষা ব্যবহারের কারণে ভাইদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কেননা জিহাদের ক্ষেত্রে ভুল অন্য কোন ভুলের মতো নয়। যে ব্যক্তি গযওয়ায়ে উহুদের কথা চিন্তা করবে সে আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আমার সকল ভাইদেরকে ক্ষমা করুন।

আমি ভাইদের জন্য ভলো মনে করি, তারা নিজেদের থেকে এমন জাহেলদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবেন যারা মনে করে এ ধরনের বিষয় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, একগুঁয়ে কোন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অথবা কোন আমীর বা দলের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি করার মাধ্যমে মিটে যাবে। এ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে পরামর্শ ও আলোচনা থেকে দূরে রাখবেন। কোন কোন সময় এদের গলাই সবচেয়ে বেশী উচুঁ হয় এবং এরাই বেশী প্রভাব খাটায়। তবে সর্বদা এরাই হয় সবচেয়ে বেশী ফেতনা সৃষ্টিকারী।

উপদেশ স্বরূপ আমি তোমাদেরকে বলছি: কিছু আমীর ও নেতারা এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসে, কেননা তাদের ইমারতের ভালোবাসা ও নেতৃত্বের স্থায়িত্ব এদের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। যে তার অন্তর ও দ্বীনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে সে কখনো এই দ্বীনের বিষয়ে প্রবৃত্তির দিকে আহবানকারীর আনুগত্য করবে না, বিশেষ করে দ্বীনের সর্বোচ্চ চূড়া জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ব্যাপারে।

অতিরিক্ত যে বিষয়টি ভাইদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, বর্তমান যে নেতৃত্ব চলছে সেটি জিহাদের নেতৃত্ব। এবং এখন পর্যন্ত যে সংগঠনগুলো আছে সেগুলো জিহাদী সংগঠন। এখানে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত আমীর নেই যে খলীফার ন্যায় আচারণ করবে, অথবা এ ধরনের অন্য কোন নাম বা উপাধি গ্রহণ করবে। যে এ বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হবে না তার সৃষ্ট ফেতনা হবে অত্যাধিক কঠিন। সে অন্যদের উপর এমন দায়িত্বসমূহ চাপিয়ে দেবে যা বাস্তবিক আমীরুল মুমিনীন ও খলীফাতুল মুসলিমীন দিয়ে থাকেন। “সবগুলো জামাতই হলো জিহাদী জামাআত, যারা ক্ষমতা গ্রহণের (ইসলামের ক্ষমতায়ন) জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন” যদি এই হিসাবে তারা মীমাংসা ও

ফায়সালা করতে না চায় তাহলে তা শুধু ফাসাদই সৃষ্টি করবে। কেননা এর ভিত্তিই হলো অজ্ঞতা ও ধোঁকার উপর। আহলে ইলম ও বিজ্ঞজনদের নিকট যার কোন বাস্তবতা নেই।

চিন্তাপ্রসূত বিষয়কে বাস্তব হিসাবে গণ্য করার ফলে, বিভিন্ন নাম, কাঠামো ও উপাধির সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলার দ্বীনে একটি মারাত্বক গুনাহ হচ্ছে, বিভিন্ন আমীরের জন্যে অথবা নানা সংগঠনের নামে মুসলমানদের পরস্পর লড়াই করা। অথচ এগুলো গঠন করেছে মানুষরাই। তাই শুধুমাত্র মানুষদের তৈরী বিষয়ের হুকুমই তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং মানুষদের দায়িত্ব হলো হাদীস শরীফের মূলনীতি অনুযায়ী উপরোক্ত অধ্যায়টির সমাধি রচনা করা: "আল্লাহর শপথ ইনশাআল্লাহ নিশ্চয়ই যদি আমি কোন একটি বিষয়ে কসম করি অতঃপর অপর কোন বিষয়কে কল্যাণকর মনে করি তাহলে আমি আমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করি এবং ঐ উত্তম বিষয়টি গ্রহণ করি।" (বুখারী: ২৯৬৪, মুসলিম: ১৬৪৯)

কিছু ব্যক্তি নিজ আমীরদের ব্যাপারে ও দলের ব্যাপারে এমন আচরণ করে থাকে, যেন তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারণকৃত। তারা এগুলোর জন্যই লড়াই করে। এগুলো ছাড়তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। যেন এই দল ও আমীররাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যম নয়। এটাই তাদের অন্তরসমূহে সুপ্ত থাকে। সাথে সাথে ব্যাপকভাবে আমীরগণ ও জামাআতসমূহ এই বিষয়গুলোতে জড়িয়ে পড়ার মূল কারণও এটাই। যারা জ্ঞান রাখেন, পর্যবেক্ষণ করেন, চিন্তা-ফিকির করেন তারা বিষয়টি বুঝতে পারেন।

যদি তাদের থেকে এমন বিষয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় তখন পরিশুদ্ধির সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ হয়ে আসে। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি এমনটি যেন কারো থেকে প্রকাশ না পায়। কেননা আমি কিছু ব্যক্তিকে খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন নাম ধারণ করতে দেখেছি, তারা এক্ষেত্রে রাফিযীদের দ্বীন অনুসরণ করছে অথচ তারা নিজেরাও জানেনা। কেননা রাফিযীরাই তো মনে করে "আমীর ও খলীফারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত, তারা মানুষ কর্তৃক নির্বাচিত নয় যে, শুধু কল্যাণের ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা হবে, অন্যথায় নয়।"

(কল্যাণের ক্ষেত্রে আত্মত্যাগের) স্বপক্ষে দলীল হলো, হাসান বিন আলী (রাঃ) আমীরুল মুমিনীনের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর এ কাজের কারণে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তিনি (পূর্বেই) প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। সুতরাং যারা শুধু নাম ও উপাধি গ্রহণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি প্রযোজ্য হবে। তারা সেটা চান বা না চান।

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আশাবাদী, এমন ব্যক্তিদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে না, যারা শুধুমাত্র তখনই উপদেশ গ্রহণ করে যখন তা তার প্রবৃত্তি, মতামত ও দলের স্বপক্ষে হয়। কেননা সেরূপ তো হলো ইয়াহুদীদের দ্বীন, এটি তাদের ক্ষেত্রেও খাটবে যারা তাদের সকল অথবা কতিপয় নিয়মের অনুসরণ করবে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, তখন তারা বলে, শুধুমাত্র আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে। (সূরা বাকারা: ৯১)

এই কাজটি অন্তরের প্রবৃত্তিকে রোপণ করে। অথচ এটা যে, মুসলিমদের মাঝে মতভেদ, সে দিকে সে দৃষ্টিপাত করে না । এমনকি যারা তার নফস ও প্রবৃত্তির অনুকূলে হয় সে তাদের অবস্থানকেই পূর্ণ হক্ মনে করে। আর অপরদেরকে বাতিল মনে করে। ফলে সে নিজ শর্ত ঠিক রেখেই সমাধান করতে রাজি হয়। এর দ্বারা ফেতনা ও ক্ষতির দরজা খুলে যায়। সংশোধন ও ঐক্যের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

ভাইদের ব্যাপারে আমি আশাবাদী যে তারা ঝুঝতে পারছে, বর্তমান সময় হলো বিপদের সময়। এটি গনিমত ভাগের সময় নয় যে, সেক্ষেত্রে তারা প্রতিযোগিতা করবে। এটি সত্য, নেতৃত্বের প্রতি ভালোবাসা হলো আত্মিক ব্যাধি, এমনকি পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারীর ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। তবে তার কথা ভিন্ন যে তার রবকে ভয় করে, পরকালের জন্য কাজ করে, যে বুঝে অচিরেই যা তার কাজে আসবে তা হলো পরকারের কল্যাণ। সে তো জানেনা যে, সে আজকে

মৃত্যুবরণ করবে, নাকি আগামীকাল। জান্নাত জাহান্নামতো তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী। তার একমাত্র ফিকির থাকবে দ্বীনের বিজয় ছিনিয়ে আনা, কাফেরদেরকে রাগান্বিত করা। আর এটি বাস্তবায়নের একমাত্র পথ হলো ঐক্য। কেননা "মতানৈক্য হলো অমঙ্গল" যেমনটি বলেছেন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)।

শেষ কথা:

উপরোক্ত কথাগুলো তোমাদেরকে ভালোবাসে এমন এক ব্যক্তির পক্ষে থেকে বলা, যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন নামকে সাহায্য করে না। জিহাদের পথের পথিক ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ করে নেয় না। যে ব্যক্তিদেরকে মূল লক্ষ্য মনে করে না, বরং শুধুমাত্র দ্বীনকে বিজয়ের মাধ্যম মনে করে। যে এই জিহাদের ব্যাপারে দীর্ঘ দিন ধরে স্বপ্ন দেখতো। যে চাইতো উক্ত জিহাদের পরিসর সর্বশেষ দারুল ইসলাম শামের মধ্যে পৌঁছে যাক। তা যেন এমন কোন ক্ষতির সম্মুখীন না হয় যেমনটি হয়েছিল পূর্বের একাধিক ময়দানে। যে নিজেই সেগুলোতে অবস্থান করেছে এবং দেখেছে কিভাবে তা শুরু হয়েছে এবং শেষে কি পরিণতি বরণ করেছে। যে ভালো করেই জানে যারা সেখানে অস্ত্র ধারণ করেছে তারা, এমনকি দায়িত্বশীলরা পর্যন্ত এই জিহাদের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক উপযোগী নয়, এমনকি সরিষার দানা পর্যন্তও নয়। যদি প্রিয় ভাইরা এ কথাগুলো গ্রহণ করে তাহলে তা হবে তার পছন্দ অনুসারে। এই মহান পথের পথিকদের ব্যাপারে তার এমনটিই আকাঙ্ক্ষা। যে পথ শুধু তারাই গ্রহণ করতে পারে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তার আনুগত্যের জন্য নির্বাচন করেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে, তিনি যা পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন তার তাওফীক দান করুন। বান্দা ক্ষমা চাচ্ছে যে, বন্ধু, ভাই ও সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে তার প্রথম কথাগুলোই এমন হলো। কিন্তু পরিস্থিতিটি এমন যার কারণে সুবিচারকারী বন্ধুরা ক্ষমা করবেন। কৈফিয়ত পেশকারীর কৈফিয়ত হচ্ছে তিনি এক কারারুদ্ধ বন্ধু।

আর সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সকল জগতসমূহের প্রতিপালক।

আবু কাতাদাহ